যায়যায়দিন

তারিখ 17 JUN 2008 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

মাধ্যমিক শিক্ষা ও

বাংলাদেশ সরকারের সবচেয়ে অগ্রাধিকার পাওয়া খাত হচ্ছে শিক্ষা এবং গত দশকগুলোতে শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে নেয়া হয়েছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য দেশের ১৩টি জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৪টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (টিটি কলেজ)। এছাড়াও মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও আধুনিকায়নেরর লক্ষ্যে এসব কলেজের মাধ্যমে টিকিউআইপি প্রকল্পের অধীনে বর্তমানে চালু আছে এসটিসি ও সিপিডি নামে দু'টি সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সরকারের লক্ষ্য হলো ২০১১ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষককে আধুনিক অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সময়ে ন্যূনতম ধারণা দেয়া। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে টিকিউআই কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে যে, টিটি কলেজগুলোর লোকবলের স্বল্পতার কারণে সাধারণ (সরকারি) কলেজগুলো থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষককে টিটি কলেজগুলোতে নিয়ে আসা হবে এবং প্রয়োজনে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য তাদের দেশের বাইরে পাঠানো হবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটা বিরাট অংশ বিএড প্রশিক্ষণ ছাড়াই শিক্ষকতা করে যাচ্ছেন; অথচ মানসম্মত শিক্ষাদানের জন্য এ প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। আবার এক সঙ্গে এ বিরাট সংখ্যক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়ার মতো সামর্থ্য দেশের টিটি কলেজগুলোর নেই; অন্যদিকে এক বছর মেয়াদি বিএড প্রশিক্ষণের জন্য এসব শিক্ষককে ছুটি দিলে বিদ্যালয়গুলো অচল হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় বিএড প্রশিক্ষণের সারসংক্ষেপ নিয়ে তিন মাস মেয়াদি এসটিসি কোর্স চালু করা হয়েছে এবং এটি ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে। তবে এদের পরবর্তী কোনো এক সময়ে আরো নয় মাসের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে বিএড সনদ নিতে হবে।

১৪ দিনব্যাপী সিপিডি কোর্সের লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক অংশগ্রহণমূলক শিখন পদ্ধতি বিষয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দেশের সব শিক্ষককে প্রশিক্ষিত করে তোলা। উল্লেখ্য, বর্তমানে বিএড ও এসটিসি প্রশিক্ষণেও অংশগ্রহণমূলক শিখন পদ্ধতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এসব প্রকল্পে সাধারণত প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন টিটি কলেজগুলোর শিক্ষকগণ; কিন্তু কাজের অগ্রগতি অব্যাহত রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার স্বার্থে সরকারি স্কুল ও কলেজের বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকগণকে সাত দিনের টিওটি সম্পন্ন করিয়ে প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।

সরকারি টিটি কলেজের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিএড প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে- স্বাভাবিকভাবেই এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ কিছুটা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। কিন্তু এসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (দু-একটি বাদে) নিজস্ব অবকাঠামো নেই, নিজস্ব-স্থায়ী শিক্ষকমণ্ডলী নেই- সরকারি টিটি কলেজের শিক্ষকদের একটি অংশ এখানে অতিথি শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন এবং চাকরি বঞ্চিতদের কেউ কেউ এখানে এসে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ফলে এদের প্রশিক্ষণের মান সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া কঠিন। এখানকার প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত ক্লাস করতে হয় না, অনুশীলনী পাঠদানে যেতে হয় না এবং নিয়ম ভঙ্গের ফলে দণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে মোটা অঙ্কের জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে তা মওকুফের ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের যথাযথভাবে মূল্যায়ন না করেই মুক্ত হস্তে নাম্বার প্রদান করা হয়- বিভিন্ন পরীক্ষায় আগত এক্সটার্নালগণকেও নাম্বার প্রদানে প্রভাবিত অথবা বাধ্য করা হয়। অন্যদিকে সরকারি টিটি কলেজগুলোতে নিয়মিত ক্লাস করতে হয়, অনুশীলনী পাঠদানে অংশ নিতে হয় এবং অন্যান্য নিয়ম যথেষ্ট কড়াকড়িভাবে মেনে চলা হয়- কিছু কিছু ক্ষেত্রে ড্রপ

আউটের মতো ঘটনাও ঘটে; এমতাবস্থায় এ কলেজগুলোর পক্ষে সব রকমের প্রশিক্ষণার্থীর মন রক্ষা করে চলা কঠিন হয়ে পড়ে।

বিএড প্রশিক্ষণের একটি বড় অংশ হাতে-কলমে শিখতে হয়- আর যেটুকু হাতে-কলমে শেখা হয় সেটুকুই পরবর্তী সময়ে 'শিক্ষক-জীবনে' কাজে লাগে। অথচ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়ার সুযোগ সীমিত কিংবা এর ব্যবস্থাই নেই; ফলে স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায় যে, সরকারি টিটি কলেজ থেকে গড়পড়তা ফল অর্জনকারী একজন প্রশিক্ষণার্থী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে অপর একজন ভালো ফল লাভকারী প্রশিক্ষণার্থীর চেয়ে শ্রেণী-পাঠদানে অধিক দক্ষতা প্রদর্শন করে থাকে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে বাছাই পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়ে 'আগে আসলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে কিংবা 'এলাকাভিত্তিক' অথবা অন্য কোনো আধুনিক উপায়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো উচিত; কেননা বাছাই প্রক্রিয়ার ফলে নির্দিষ্ট কিছু বিদ্যালয়ে সব ভালো শিক্ষার্থীর সমাবেশ ঘটে আর পিছি[য়ে পড়া] শিক্ষার্থীদের নিয়ে বাকি বিদ্য[ালয়গুলো] ধুঁকে ধুঁকে চলতে থাকে। বাছাই [এর] অর্থ হলো 'তুমি আমার প্রতিষ্ঠা[নে আসার] যোগ্য' কিংবা 'তুমি আমার [প্রতিষ্ঠানে] আসার যোগ্য নও'- অথচ শিক্ষা [একটি] মৌলিক অধিকার এবং সরকার [প্রাথমিক শিক্ষাকে] সর্বজনীন ও প্রাথমিক [শিক্ষাকে] বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা [হয়েছে]। অতএব এ প্রক্রিয়া মানবাধিকার এবং আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। [...] শিক্ষার ব্যাপার ভিন্ন এবং এ ক্ষেত্রে [...] প্রক্রিয়া অপরিহার্য। যদি [...] বিদ্যালয়গুলো পিছিয়ে পড়া শি[ক্ষার্থীদের] এগিয়ে নেয়ার মতো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না পারে তবে তাদের এ 'ভা[...] আমরা কী অর্থ করতে পারি 'নিম্নমানের' বিদ্যালয়গুলো এদে[র] বহনের কতোটুকু সামর্থ্য রাখে- একটা ভেবে দেখার মতো বিষয়। অবস্থা যতো শোচনীয় হয় তার জন্য ভালো চিকিৎসকের প্রয়োজন। অতএব, বেছে বেছে পিছিয়ে [পড়া] শিক্ষার্থীদেরই 'ভালো' প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রথম [...] শিক্ষার্থীদের নাম-ডা[ক...] প্রতিষ্ঠানগুলো ছেঁকে ছেঁকে নিয়ে [...] এটাও এক প্রকারের মেধা-পাচার; এর নাম দিতে পারি 'অভ্যন্তরীণ পাচার'। সাধারণ বিদ্যাল[য়ের] শিক্ষকদের কঠোর পরিশ্রম ও অধ্য[বসায়ের] ফসল এসব শিক্ষার্থী একটা পর্যা[য়ে] 'ভালো' বিদ্যালয়গুলোতে চলে [যায়] এদের পক্ষে ভালো ফল করে; প্রতিষ্ঠানগুলো এদের মাতৃস্নেহে [...] তোলে পাসের হার কম হওয়ায় ওপর নেমে আসে ঊর্ধ্বতন কর্তৃ[পক্ষের] খড়গ-হস্ত; অথচ প্রকৃত কৃতিত্বের [...]

...সাধারণ সভা

বরিশাল অফিস

বরিশাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির বার্ষিক সাধারণ সভা ১৬ জুন চেম্বার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বরিশাল চেম্বারের কর্মকাণ্ড আরো গতিশীল করা ছাড়াও দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নে বেশ কিছু প্রস্তাবনা সরকারের কাছে তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে বরিশালে আবার বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট চালু ও প্রস্তাবিত জায়গায় বরিশাল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু করা। সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত বরিশাল চেম্বারের সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন চেম্বার সভাপতি এবায়দুল হক চান। সভায় দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রশংসা করে নেতারা বরিশালে আবার বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট চালু করতে সরকারের কাছে দাবি জানান। এছাড়া প্রস্তাবিত বরিশাল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত স্থান নগরীর উপকণ্ঠে ভেদুরিয়ায় গড়ে তোলার জন্যও সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়। অন্যদিকে বরিশাল-ভোলা-লক্ষ্মীপুর-চট্টগ্রাম রুটে রো রো ফেরি চালু এবং বরিশালের বিএফডিসি মাছঘাট নগরীর পোর্ট রোডে আবার স্থানান্তরের উদ্যোগ নেয়ায় সরকারের প্রশংসা করা হয়। সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন চেম্বারের নির্বাহী সদস্য শেখ আবদুর রহিম, শেখ আবদুস সোবহান, মোঃ হানিফ মিয়া, আনিছুজ্জামান কামাল, মনিরুল আহসান মনিরসহ অন্য সাধারণ ব্যবসায়ীরা।

তথ্য-প্রযুক্তি প্রসারে সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ডউইথ চার্জ ব্যাপক হারে হ্রাস

দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে অন্যান্য যোগাযোগের সঙ্গে সঙ্গে তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশের জনগণের কাছে তথ্য-প্রযুক্তির সুফল প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছেনি। জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে তথ্য-প্রযুক্তিকে গ্রাম পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার জন্য সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ডউইথ চার্জ কমিয়ে এনে এর পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এজন্য সরকারের পক্ষে বিটিআরসি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিটিআরসি থেকে সাবমেরিন ক্যাবলের বর্তমান ব্যান্ডউইথ মূল্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস করে পুনর্নির্ধারিত করে একটি পত্র জারি করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি

বলেন, দাতাগোষ্ঠীর অনুদান[...] বরাদ্দ ২০০৮-০৯ অর্থবছরে[...] উন্নয়ন কর্মসূচির তহবিলের[...]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি[...] মোহাম্মদ আবদুল জাহের ইস[...] ১৪ জুন আইবিটিআরএ মি[...] প্রোগ্রামের ষষ্ঠ পর্যায়ের কর্ম[...]

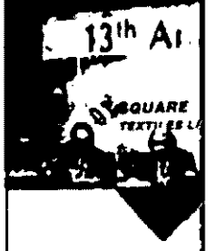

বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেল[...] কোম্পানির চেয়ারম্যান স্যাম[...]

সম্প্রতি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি[...] মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠা[...]

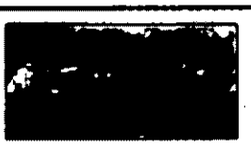

শি[...]

Chittagong Port [...] sheet of [...]

BERTHING POSITION AND PERFORMA[NCE]

BERTH No.	NAME OF VESSELS	CARGO CALL	L. PORT
J/2	MADINA-FKE-CHAND	GI	YANG
J/3	ORIENT BULKER	GI(ST. SCRAP)	AWTK
J/5	XUAN CHENG	GI	DANG
J/6	CAPE SCOTT	CONT	SING
J/9	MCC SAPPHIRE	CONT	COL
J/11	OEL ENTERPRISE	CONT	COL
CCT/3	CAPE HENRY	CONT	COL
NCT/3	SANTA SURIA	C. CLINK	KRABI
NCT/4	BANGA BARTA	REPAIR	P.KEL
GSJ:	MONTEREY	WHEAT	P. SUIZ
TSP:	VOLISSOS POWER	REPAIR	HALD
DOJ/6	YAN SHUI HU	GAS OIL	SING